আমি কেন নারীবাদী

মিলন আহমেদ

আমি কেন নারীবাদী? মাঝে মাঝেই আমাকে এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আমি যদিও কোনো লেখকের তালিকায় পড়ি না, কারণ এত কম পরিমাণে লেখার জন্যে কেউ লেখক হয় না। তারপরেও যতটুকুই লিখেছি, তাতে অনেক পাঠকই আমাকে উল্লিখিত প্রশ্নটি করেছেন। কেউ কেউ ফোন করেছেন আমার কণ্ঠ শুনে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, আমি সত্যি সত্যিই পুরুষ কি না। কেউ আবার ফোনে আমার কণ্ঠ শুনতে পেয়েও জিজ্ঞেস করেছেন, 'আপনি কি আসলেই একজন পুরুষ?' আমার নারীবাদী মনোভাবের জন্য অনেকেই আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন বটে, তবে এজন্যে যারা আমাকে হেয় করার চেষ্টা করেছেন তাদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। যাই হোক, ব্যক্তিগতভাবে আমি পুরুষ, কিন্তু দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি আমি একজন নারীবাদী। আমি মনে করি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষেরই বর্তমান বাস্তবতায় নারীবাদী হওয়া উচিত। আমার যুক্তিগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম—

প্রথমত, আমি একজন মানুষ। মানুষ হওয়ার কারণে স্বভাবতই আমি মানবতায় বিশ্বাস করি। সে কারণে মানবাধিকার কোথায় এবং কীভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে তা আমার অন্তত কিছুটা জানা উচিত। আমি দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র বিশ্বের সকল সম্পদের শতকরা ৯৪ ভাগ ভোগ করছে মাত্র ১৭ শতাংশ মানুষ। বাকি ৮৩ শতাংশ অসহায় মানুষের ভাগ্যে জুটছে বিশ্ব-সম্পদের মাত্র ৬ শতাংশ। একই কারণে ৭০০ কোটি মানুষের পৃথিবীতে খাদ্যদ্রব্য উদ্বৃত্ত রয়েছে বটে, কিন্তু প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একজন করে মানবশিশু অনাহারে মারা যাচ্ছে। অনাহারী লোকদের ৯৮ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশসমূহের। নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে, সেইসব দেশে নারীরাই সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে রয়েছে এবং তারাই বেশি আক্রান্ত। সমগ্র বিশ্বকে যদি একটি পরিবার ধরি, তবে সে পরিবারে খাদ্যের কোনো ঘাটতি নেই। অথচ কেবল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর এলাকাতেই ৫৮ কোটি মানুষ অনাহারে অথবা অর্ধাহারে দিনযাপন করছে। আমার মধ্যে মানবতাবাদের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া যদি থাকে, তবে আমি অবশ্যই এসব অপ্রাকৃতিক এবং অযৌক্তিকভাবে সৃষ্ট আকাশ-পাতাল বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেব, এটাই স্বাভাবিক। তাই যদি হয়, তবে আমাকে শনাক্ত করতে হবে অবহেলিত ৮৩ শতাংশ মানুষের তালিকায় কারা রয়েছে। আমি জানি এবং ভালোমতোই জানি যে, বঞ্চিতদের প্রায় শতভাগই নারী।

২০১২ সালের জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পৃথিবী নামক এই গ্রহটির ৯৮ শতাংশেরও অধিক ভূমি এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রণকারী পুরুষ। সংখ্যায় সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও নারী এই পৃথিবীর মাত্র ২ শতাংশেরও কম সম্পদের মালিক। এই যে সমগ্র নারীজাতির ওপর এক প্রকারের অসম্ভব দাসত্ব জেঁকে বসেছে, এই অবস্থায় কেউ যদি নারীবাদী না-হন, তবে তাকে কোনোমতেই আমি বিবেকবান এবং সভ্য মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি না। কাজেই আমার নারীবাদিতার কারণ কিছুটা পরিষ্কার।

দ্বিতীয়ত, আমি লিঙ্গ-সমতায় বিশ্বাসী। পুরুষ-আধিপত্য অথবা নারী-আধিপত্য এই দুইয়ের কোনোটাতেই আমি বিশ্বাস করি না। অথচ আমাদের দেশটি ভয়ঙ্কর পুরুষতান্ত্রিক। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে :

> এদেশের নারীরা পুরুষের তুলনায় সপ্তাহে গড়ে ২১ ঘণ্টা বেশি পরিশ্রম করে বটে কিন্তু ঘর গৃহস্থালীর কাজের অর্থনৈতিক মূল্য না দেয়ায় নারীর শ্রমকে করে রাখা হয়েছে অর্থহীন। তাছাড়া সরকারী খাতের মোট ৯,৭১,০২৮ জন চাকরিজীবির মধ্যে মাত্র ৮৩,১৫৬ জন মহিলা, শতকরা হিসাবে যা দাঁড়ায় মাত্র ৮.৫৬ শতাংশ। আবার ৮৩,১৫৬ জন মহিলা চাকরিজীবির মধ্যে ৭৪,৮৮৪ জনই (৯০ শতাংশের অধিক) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সচিবালয়ে মহিলা কর্মচারীর সংখ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলিতে ৮,৬১১ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৭৮৪ জন মহিলা (প্রায় ৯.১ শতাংশ)। ২,০৭০ জন গেজেটেড কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ২১২ জন মহিলা।

এ সবই পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিফলন। এই পুরুষতান্ত্রিকতা গ্রাস করছে মনুষ্যত্বকে, রুখে দিচ্ছে সকল জাতীয় অগ্রগতিকে। আমি মনে করি, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সভ্যতার সকল ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল অভীষ্ট জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব। আমি আমার নিজের ভালো চাই, আমার সন্তানদের ভালো চাই। আমি চাই আমার প্রিয় বাংলাদেশের সকল মানুষ ভালো থাকুক। আমি এদেশের একজন মানুষ, সে কারণে দেশ এবং দেশের মানুষ সম্পর্কে আমার মত থাকবে। এদেশের কোটি কোটি গৃহবধূর করুণ আর্তনাদ আমার কানে বাজে। আমি দেখতে পাই, এদেশের নারীরা পুরুষের যৌন-সামগ্রী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। নারীকে মনে করা হচ্ছে কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ। ভয়াবহ পারিবারিক সহিংসতা সারা দেশে ব্যাপকভাবে বিরাজমান। নারী আজ শিকার হচ্ছে গণধর্ষণের। ধর্ষণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিশুও। এখনো দোররা মারার খবর আসছে। পুরুষের বহুবিবাহের মতো ঘৃণ্য প্রথা এদেশে খুবই স্বাভাবিক বিষয় এবং তা সমর্থন করছে রাষ্ট্রীয় আইন। বাল্যবিবাহ চলছে অতিমাত্রায়। যৌতুকপ্রথা আজ নারীর জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলেছে। অ্যাসিড নিক্ষেপ করে ঝলসে দেয়া হচ্ছে নারীর মুখমণ্ডলসহ সারা শরীর। দেদারসে পাচার হচ্ছে নারী নামক পণ্য। পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে নারীকে। কাজেই এই বাস্তবতায়ও যে নিজেকে নারীবাদী মনে করে না, তাকে আমি সুস্থ মানুষ ভাবতে পারি না।

তৃতীয়ত, আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু এদেশে ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের কোনো মূল্য নেই। এখানে নারীকে মানুষের মর্যাদা দেয়া হয় না। বিয়ে মানে ধরে নেয়া হয় স্ত্রীর সকল কিছুরই মালিক তার স্বামী। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েও মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীকে তালাক দেয়া এদেশের সংস্কৃতিবিরোধী। সভ্য দেশসমূহে যেখানে শতকরা ৫৫ ভাগ বিয়েরই বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে, সেখানে এদেশে তার হার মাত্র ১ শতাংশের মতো। অমানবিকভাবে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে এদেশের কোটি কোটি গৃহবধূ। এমন কোনোদিন আমি খুঁজে পাই না, যেদিন স্বামীর দ্বারা কোনো গৃহবধূ খুন হলো না। অনেক চালাক স্বামী আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিজে খুন করে না, বরং এমন অত্যাচার করে যাতে বধূ নিজেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। সে কারণে হত্যার সাথে সাথে সমান্তরালভাবে চলছে আত্মহত্যার ঘটনা। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসাও আজ পদদলিত। সীমাহীন নির্যাতনে জীবনকে যখন কোনোমতেই টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তখন মা তার বুকের ধনকে সাথে নিয়েই আত্মহত্যা করছে। ২০১২-র আগস্টে সকল খবরের কাগজেই উল্লেখ ছিল রাজধানীর কাফরুলে দুই সন্তান হাওয়া আক্তার (১১) ও শারমিন আক্তার (৭)-কে সাথে নিয়ে জাহানারা বেগম (৩৬)-এর বিষপানে আত্মহত্যার খবর। কয়েকদিন না-যেতেই দেখা যায় একই জাতীয় আরেকটি খবর। গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার শিমলাপাড়ায় পারিবারিক নির্যাতনের কারণে আট-মাস বয়সের সন্তানকে সাথে নিয়ে বিষপান করে আত্মহত্যা করে গৃহবধূ সালমা (২৫)। প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা অনেকেরই গা-সওয়া ব্যাপার হলেও আমি তা কিছুতেই মানতে পারি না। আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি, রাষ্ট্রীয় বৈষম্যনীতি, ধর্মীয় অন্ধত্ব এবং সামাজিক কুসংস্কারই এসব হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য দায়ী। এসব নির্মমতার শিকার যদি পুরুষ হতো, তবে সন্দেহ নেই আমি পুরুষবাদী হতাম। সেই যুক্তিতেই আমি নিরঙ্কুশ নারীবাদী।

চতুর্থত, আমি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল। ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবন এবং তিন লক্ষ নারীর যৌন নির্যাতনের বিনিময়ে আমরা এই দেশটি পেয়েছি। আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এবং সেই চেতনাসমৃদ্ধ সংবিধানকে আমি পবিত্র মনে করি। সংবিধানে পরিষ্কারভাবে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা আছে। সে কারণে পাকিস্তানি সামরিক সরকারের তৈরি করা পারিবারিক আইন, যা কিনা আজো অশ্লীল দাঁত বের করে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল নারীকে খাঁমচে ধরে আছে, যে আইন নারীকে পরিণত করে রেখেছে অর্ধেক-মানুষে, তা আমি গ্রহণযোগ্য মনে করি না। সংবিধানের ঘোষণা অনুযায়ী, রাষ্ট্রে বিদ্যমান কোনো আইন সংবিধানের মৌলিক শর্তের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সে আইন বাতিল হবার কথা। বিদ্যমান পারিবারিক আইন অবশ্যই সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। কাজেই এ আইন অবশ্যই বাতিল হতে হবে। পারিবারিক আইন অনুযায়ী নারী আজো পরিবারের সম্পত্তির সমান অংশ দাবি করতে পারে না, যা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

তো, সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নারীবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে আমার সোচ্চার কণ্ঠ এবং এই আইন পরিবর্তনে জনমত সংগ্রহে আমার তৎপরতার জন্যও আমি একজন নারীবাদী।

নারীর জয় হোক।

মিলন আহমেদ কলামিস্ট ও শিক্ষক, খিদিরপুর ডিগ্রি কলেজ, পাবনা। milon.ahmed8@gmail.com